



## 12918 - যাদুটোনো থেকে নরিাময়রে উপায়

### প্রশ্ন

যনি বিদ্বিষেন, বশীকরণ বা অন্য কোন যাদুটোনো দ্বারা আক্রান্ত তার চকিৎসার উপায় কি? মুমনি ব্যক্তি যাদুটোনো থেকে কভিবে মুক্তি পতে পারনে অথবা কোন পদ্ধতি অবলম্বন করলে যাদুটোনো তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। কুরআন ও হাদিসে এ সম্পর্কিত কোন দুআ-দরুদ বা যকিরি-আযকার আছে কি?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। যাদুটোনোয় আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে: এক: যাদুকর কভিবে যাদু করেছে সটো আগে জানতে হবে। উদাহরণতঃ যদি জানা যায় যে, যাদুকর কিছু চুল নরিদষ্টি কোন স্থানে অথবা চরিনরি মধ্য অথবা অন্য কোন স্থানে রেখে দিয়েছে। যদি স্থানটি জানা যায় তাহলে সে জনিসিটি পুড়িয়ে ফলে ধ্বংস করে ফলেতে হবে যাতো যাদুর কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায়, যাদুকর যা করতে চেয়েছে সটো বাতলি হয়ে যায়। দুই: যদি যাদুকরকে শনাক্ত করা যায় তাহলে তাকে বাধ্য করতে হবে যেন সে যে যাদু করেছে সটো নষ্ট করে ফলে। তাকে বলা হবে: তুমি যে তদবরি করেছে সটো নষ্ট কর নতুবা তোমার গর্দান যাবে। সে যাদুর তদবরিটি ধ্বংস করে ফেলোর পর মুসলমি শাসক তাকে হত্যা করার নরিদশে দবিনে। কারণ বশিুদ্ধ মতানুযায়ী, যাদুকরকে তওবার আহ্বান জানানো ছাড়া হত্যা করা হবে। যমেনটি করছেন- উমর (রাঃ)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন: “যাদুকরের শাস্তি হচ্ছো তরবাররি আঘাতে তার গর্দান ফলে দেয়।” যখন হাফসা (রাঃ) জানতে পারলেন যে, তাঁর এক বাঁদি যাদু করে তখন তাকে হত্যা করা হয়। তিনি: যাদু নষ্ট করার ক্ষত্রে বড় ধরনের প্রভাব রয়েছে: এর পদ্ধতি হচ্ছো- যাদুতে আক্রান্ত রোগীর উপর অথবা কোন একটি পাত্রে আয়াতুল কুরসি অথবা সূরা আরাফ, সূরা ইউনুস, সূরা ত্বহা এর যাদু বিষয়ক আয়াতগুলো পড়বে। এগুলোর সাথে সূরা কাফরিন, সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়বে এবং রোগীর জন্য দেয়া করবে। বিশেষতঃ যে দুআটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়েছে:

“আল্লাহুম্মা, রাব্বান নাস! আযহবিলি বা’স। ওয়াশফি, আনতাশ শাফি। লা শফিআ ইল্লা শফিউক। শফিআন লা যুগাদরি সাকামা।”

(অর্থ- হে আল্লাহ! হে মানুষের প্রতাপালক! আপনি কষ্ট দূর করে দিনি ও আরোগ্য দান করুন। (যহেতু) আপনিই রোগ



আরোগ্যকারী। আপনার আরোগ্য দান হচ্ছে প্রকৃত আরোগ্য দান। আপনি এমনভাবে রোগে নরিময় করে দনি যনে তা রোগকে নরিমূল করে দয়ে।)

জব্রাইল (আঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে য়ে দয়ো পড়ে ঝাড়ফুক করছেন সটোও পড়া যতে পারে। সযে দুআটি হচ্ছে- “বসিমল্লাহি আরক্বকি মনি কুল্লি শাইয়নি যুযকি। ওয়া মনি শাররি কুল্লি নাফসনি আও আইননি হাসদিনি; আল্লাহু ইয়াশফকি। বসিমল্লাহি আরক্বকি।”

(অর্থ- আল্লাহর নামে আমি আপনাকে ঝাড়ফুক করছি। সকল কষ্টদায়ক বিষয় থেকে। প্রত্যকে আত্মা ও ঙ্গিষাপরায়ণ চক্ষুর অনষ্টি থেকে। আল্লাহ আপনাকে আরোগ্য করুন। আল্লাহর নামে আমি আপনাকে ঝাড়ফুক করছি।)

এই দয়োটি তনিবার পড়ে ফুঁ দবিনে। সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস তনিবার পড়ে ফুঁ দবিনে। আমরা যযে দয়োগুলো উল্লেখ করলাম এ দয়োগুলো পড়ে পানতিে ফুঁ দতিে হবযে। এরপর যাদুতে আক্রান্ত ব্যক্তিসযে পানি পান করবযে। আর অবশষ্টি পানি দয়িযে প্রয়তাজনমত একবার বা একাধকি বার গযেসল করবযে। তাহলে আল্লাহর ইচ্ছায় রোগী আরোগ্য লাভ করবযে। আলমেগণ এ আমলগুলোর কথা উল্লেখ করছেন। শাইখ আব্দুর রহমান বনি হাসান (রহঃ) ‘ফাতহুল মাজদি শারহু কতিাবতি তাওহদি’ গ্রন্থরে ‘নাশরা অধ্যায়ে’ এ বিষয়গুলো ও আরো কছি বিষয় উল্লেখ করছেন। চার: সাতটি কাঁচা বরই পাতা সংগ্রহ করে পাতাগুলো গুড়া করবযে। এরপর গুড়াগুলো পানতিে মশিয়যে সযে পানতিে উল্লেখতি আয়াত ও দয়োগুলো পড়ে ফুঁ দবযে। তারপর সযে পানি পানি করবযে; আর কছি পানি দয়িযে গযেসল করবযে। যদকিোন পুরুষকে স্ত্রী-সহবাস থেকে অক্ষম করে রাখা হয় সকে্ষতেরেও এ আমলটি উপকারী। সাতটি বরই পাতা পানতিে ভজিয়যে রাখবযে। তারপর সযে পানতিে উল্লেখতি আয়াত ও দয়োগুলো পড়ে ফুঁ দবযে। এরপর সযে পানি পান করবযে ও কছি পানি দয়িযে গযেসল করবযে।

যাদুগ্রস্তু রোগী ও স্ত্রী সহবাসে অক্ষম করে দয়ো ব্যক্তির চকিৎসার জন্য বরই পাতার পানতিে যযে আয়াত ও দয়োগুলো পড়তে হবযে সগুলো নমিনরূপ:

১- সূরা ফাতহি পড়া।

২- আয়াতুল কুরসি তথা সূরা বাকারার ২৫৫ নং আয়াত পড়া।

﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۗ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۗ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ ۗ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۗ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴾

(আয়াতটির অর্থ হচ্ছে-“আল্লাহ; তনি ছাড়া সত্য কনোও উপাস্য নহে। তনি চরিংজীব, সর্বসত্তার ধারক। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না, নদিরাও নয়। আসমানসমূহে যা কছি রয়ছে ও জমনিযে যা কছি রয়ছে সবই তাঁর। কযে সযে, যযে তাঁর

অনুমতি ব্যতীত তাঁর কাছে সুপারিশ করবো? তাদের সামনে ও পছিনে যা কিছু আছে সে সবকিছু তিনি জানেন। আর যা তিনি ইচ্ছে করেন তা ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কোনোটো কিছুকই তারা পরবিষ্টন করতে পারে না। তাঁর 'কুরসী' আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে পরবিষাপ্ত করে আছে; আর এ দুটোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁর জন্য বোঝা হয় না। তিনি সুউচ্চ সুমহান।)

৩- সূরা আরাফরে যাদু বিষয়ক আয়াতগুলো পড়া। সে আয়াতগুলো হচ্ছে-

قَالَ إِنَّ كُنْتَ جِبْتِ بِأَيَّةِ فَاتِ بِهَا إِنَّ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (106) فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ (107) وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ (108) قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ (109) يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ (110) قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ (111) يَا تُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ (112) وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ (113) قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (114) قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ (115) قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ (116) وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلِقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ (117) فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (118) فَغَلَبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ (119) وَأَلْقَى السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ (120) قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (121) رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ (122)

(অর্থ- সে বলল, তুমি যদি কোনে নদির্শন নিয়ে এসে থাক, তাহলে তা পশে কর যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাক। তখন তিনি নিজের লাঠিখানা নিক্ষেপে করলেন এবং তৎক্ষণাৎ তা জলজ্যান্ত এক অজগরে রূপান্তরিত হয়ে গলে। আর বরে করলেন নিজের হাত এবং তা সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের চোখে ধবধবে উজ্জ্বল দেখাতে লাগল। ফরোউনের সাঙ্গ-পাঙ্গরা বলতে লাগল, নশ্চয় লোকটি বজ্রঃ-যাদুকর। সে তমোদেরকে তমোদের দশে থেকে বরে করে দিতে চায়। এ ব্যাপারে তমোদের মতামত কি? তারা বলল, আপনি তাকে ও তার ভাইকে অবকাশ দান করুন এবং শহরে বন্দরে সংগ্রাহক পাঠিয়ে দনি। যাতে তারা পরাকাষ্ঠাসম্পন্ন বজ্রঃ যাদুকরদের এনে সমবতে করে। বস্তুতঃ যাদুকররা এসে ফরোউনের কাছে উপস্থতি হল। তারা বলল, আমাদরে জন্যে কি কোনে পারশিরমকি নরিধারতি আছে, যদি আমরা জয়লাভ করি? সে বলল, হ্যাঁ এবং অবশ্যই তমোরা আমার নকিটবর্তী লোক হয়ে যাবে। তারা বলল, হে মূসা! হয় তুমি নিক্ষেপে কর অথবা আমরা নিক্ষেপে করছি। তিনি বললেন, তমোরাই নিক্ষেপে কর। যখন তারা বান নিক্ষেপে করল তখন লোকদের চোখগুলো যাদুগ্রস্ত হয়ে গলে, মানুষকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলল এবং মহাযাদু প্রদর্শন করল। তারপর আমি ওহীযগে মূসাকে বললাম, এবার নিক্ষেপে কর তমোমার লাঠিখানা। অতএব সঙ্গে সঙ্গে তা সে সমুদয়কে গলিতে লাগল, যা তারা যাদুর বলে বানিয়েছিল। এভাবে সত্য প্রকাশ হয়ে গলে এবং ভুল প্রতপিন্ন হয়ে গলে যা কিছু তারা করছিল। সুতরাং তারা সখোনই পরাজতি হয়ে গলে এবং অতীব লাঞ্ছতি হল। এবং যাদুকররা সজেদায় পড়ে গলে। বলল, আমরা ঈমান আনছি মহা বশ্বিরে প্রতপিলকরে প্রততি। যনি মূসা ও হারুনরে প্রতপিলক।)[সূরা আরাফ, আয়াত: ১০৬-১২২]

৪- সূরা ইউনুসরে যাদুবিষয়ক আয়াতগুলো পড়া। সেগুলো হচ্ছে-



وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ (79) فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى اأَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلقُونَ (80) فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السَّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ (81) وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ

(অর্থ- আর ফরৌউন বলল, আমার কাছে নিয়ে এস সুদক্ষ যাদুকরদগিকে। তারপর যখন যাদুকররা এল, মুসা তাদেরকে বললনে:নিক্ষেপে কর, তওমরা যা কিছু নিক্ষেপে করে থাক। অতঃপর যখন তারা নিক্ষেপে করল, মুসা বললনে, যা কিছু তওমরা এনছে তা সবই যাদু-এবার আল্লাহ এসব ভগ্ণ্ডুল করে দচ্ছনে। নঃসন্দহে আল্লাহ দুস্কর্মীদের কর্মকে সুষ্ঠুতা দান করনে না। আল্লাহ সত্যকে সত্যে পরণিত করনে স্বীয় নর্দশে যেদণ্ডি পাপীদের তা মনঃপুত নয়।)[সূরা ইউনুস, আয়াত: ৭৯-৮২]

৫- সূরা ত্বহা এর আয়াতগুলো পড়া। সগুলো হচ্ছ-

قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْفِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوْلَ مَنْ أَلْفَى (65) قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى (66) فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى (67) قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى (68) وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدٌ سَاحِرٌ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى (69)

(অর্থ-তরাবললঃহমুসা, হয়তুমনিক্ষেপেকর, নাহয়আমরাপ্রথমনেক্ষেপেকরি।

মুসাবললনেঃবরংতওমরাইনক্ষেপেকর।তাদেরযাদুরপ্রভাবহেঠাৎতঁরমনহেল, যনেতাদেরশগুলিওলাঠগুলিছোটছোটকিরছে।

অতঃপরমুসামনেকেছুটাভীতঅনুভবকরলনে। আমবিললামঃভয়করনো, তুমবিজয়ীহবে।

তওমরডানহাতযোআছতুমতিনক্ষেপেকর।এটাতারাকরছেযোকছিসগুলোকগেরাসকরফেলেবে।তারাযাকরছেতোতকেবেলযাদুকররে কলাকটেশল।যাদুকরযখনহেঠাকুক, সফলহবনো।)[সূরা ত্বহা, আয়াত: ৬৫-৬৯]

৬- সূরা কাফরিন পড়া।

৭- সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস ৩ বার করে পড়া।

৮- কিছু দোয়া দরুদ পড়া। যমেন-

“আল্লাহুম্মা, রাব্বান নাস! আযহবিলি বা’স। ওয়াশফি, আনতাশ শাফি। লা শফিআ ইল্লা শফিউক। শফিআন লা যুগাদরি সাকামা।” [৩ বার]

এর সাথে যদি এ দোয়াটিও পড়াও ভাল “বসিমল্লাহি আরক্বকি মনি কুল্লা শাইয়নি যুযকি। ওয়া মনি শাররি কুল্লা নাফসনি আও আইননি হাসদিনি; আল্লাহু ইয়াশফকি। বসিমল্লাহি আরক্বকি।”[৩ বার] পূর্ববোক্ত আয়াত ও দোয়াগুলো যদি সরাসরি যাদুতে আক্রান্ত ব্যক্তির উপরে পড়ে তার মাথা ও বুকে ফুক দিয়ে তাহলে আল্লাহর ইচ্ছায় নরিাময় হবে।